62

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

জাতির মেরুদণ্ড নির্মাতা ও উন্নতির চাবিকাঠি প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেই বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নেয়া হয় উন্নত থেকে উন্নততর পদক্ষেপ। শিক্ষক সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে জারি করা হয় বিভিন্ন দফতরাদেশ। বর্তমান সরকারের অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি (আইএসপি)-২(২) এপি(জি)-৩/৮৯/২০ তাং ২৭/৬/৯৪ এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের স্মারক নং ওসি/১ পিই (হিসাব)/৮৮/৯৮১২/৫৬০ তাং ৭/২/৯৪ জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ/সরকারীকরণের পূর্বের বেসরকারী চাকরিকালকে ৫০ ভাগ গণনার নির্দেশ থাকায় ১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতনস্কেলে বেতন পুনর্নির্ধারণে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ১৯৭৭ সাল থেকে প্রাপ্য একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতনসহ সকল প্রকার বকেয়া পরিশোধের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অর্থের বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও শরীয়তপুর জেলার সদর থানায় কর্মরত প্রবীণ শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত প্রায় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বকেয়া টাকা সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিসার আজও পরিশোধ করছেন না। ফলে মানুষ গড়ার কারিগর নামে অভিহিত ভুক্তভোগী এসব শিক্ষক প্রতিনিয়ত শিক্ষা অফিসারের দ্বারে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সেইসাথে হতাশাও তাঁদের ঘিরে ধরেছে। তবে শিক্ষক সমিতির কতিপয় নেতৃস্থানীয় শিক্ষক এবং মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদানকারী কিছু শিক্ষকের বকেয়া বিল ইতোপূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং পরিশোধের অপেক্ষায় হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করা আছে।

এ অবস্থায় বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার সদর থানায় কর্মরত থানা শিক্ষা অফিসারের সম্পর্কে শিক্ষক সমাজের কাছ থেকে গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি এবং হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোজাফফর হোসেন
পালং বাজার, শরীয়তপুর।